OR

A SELECTION OF MORALS.

FROM THE BEST ENGLISH AND BENGALI

TRANSLATED AND COMPILED INTO BE..

BY

GOPAL LOL MITTER.

জ্ঞানচন্দ্রিকা॥

অর্থাৎ

বহুবিধ উত্তম২ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক হইতে

নানাবিধ নীতি সংগ্রহপূর্ব্বক

শ্রীযুত গোপাললাল মিত্র কর্তৃক উত্তম গৌড়ীয় সাধু

ভাষায় অনুবাদিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইল।

Calcutta:

PRINTED BY BROJOMOHUN CHUCKERBUTTEE,

AT THE GOONAUKUR PRESS.

1838.

অনুষ্ঠান পত্র।

পরম পরমেশ্বর পরমেশ্বর প্রণীত পুস্তকাগুচ্ছ মুক্ত মণ্ডল মণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃহদাকৃত বিপুল বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বিজ্ঞ বিশারদ ব্যক্তি বর্গ সন্নিধানে বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন এই যে এতদ্দেশীয় ও বালকাদি সাধারণ জন সমূহের ১ কিতাবত কি ভাবৎ সাধারণ জ্ঞানানুশীলনার্থে সুললিত প্রচলিত সাধু সরল শব্দ সংকলিত কোন বিশেষ পুস্তক প্রচলিত না থাকাতে ত্রিবিধ দোষের হেতু হইতেছে অর্থাৎ প্রথমতঃ কিয়দংশ উৎসাহান্বিত মহাশয়ের মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতা জন্য আক্ষেপ, দ্বিতীয়তঃ সম্যা জ্ঞানভিজ্ঞ জনেরদের সর্ব্বদাই পরকালাপরাধভূত পাপে হ্রাসিত মানসিক নিকৃষ্ট জলন্ত কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবৃত্তি, তৃতীয় ভাষা ভূষিত নীতি বিষয়ক প্রস্তাবে দেশভাষা ও সভ্যতার ক্রম, বিনাশে সর্ব্বতোভাবে মনঃপ্রসাদের যদি ও সে পাপকারকত্বে অশ্রবাক্ষি গুণরাশি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পণ্ডা পণ্ডিত মৃত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কর্তৃক বিরচিত ও প্রবোধচন্দ্রিকা ১ ইত্যাদি শ্রীরামপুরস্থ ছাপাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে তথাপি তাহার প্রথমাংশ অতি দুর্ দুর্কঠিন ও সন্দিগ্ধ অর্থাভিপ্রেত ভাবার্থ গ্রহ ধানদে সকল না হওয়াতে অনেকের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণাপন্ন হয়েন এবং বিজ্ঞোত্তম শ্রীযুত হরচন্দ্র রায় প্রণীত পুরুষপরীক্ষা

পুরুষপরীক্ষার হেতু বটে ফলতঃ বহুকাল প্রকটিত জন্য অধুনা সেই গ্রন্থের অত্যন্ত অপ্রাচুর্য্য হওয়াতে তত্তাব দ্বৃত্তান্ত দর্শন স্পৃহায় মর্ম্মার্থি মনুষ্য মণ্ডলীর মনের ব্যগ্রতাই সর্ব্বদা বৃদ্ধি হয়। অতএব আমি দেশ হিতেচ্ছু মদাত্মীয়বর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহোদয় কর্তৃক পোষকতা প্রাপ্তে দেশ কাল পাত্র প্রভেদে বিবিধ চিন্তায় জনপদের উপকার নিমিত্ত ভরসায় ভর করত যথা সাধ্য বিদ্যা বুদ্ধি ক্রমে প্রচুর প্রযত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক বহুবিধ ইংরাজী নীতি বিষয়ক গ্রন্থ ও সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে উত্তমোত্তম পদার্থের তাৎপর্য্য সমুদয় সংক্ষেপে সার সঙ্কলন দ্বারা সংগ্রহ করিয়া যুক্তি যুক্ত যুক্তিমতে পঞ্চ প্রকরণে অভিনব রুচির রচনায় (জ্ঞানচন্দ্রিকা নামিকা) এইক্ষুদ্র পুস্তক প্রকটনকরিলাম, বিদ্যানশীলনোৎসাহি হিতার্থি বিচক্ষণেরা অনুকম্পা পুরঃসর এতদ্গ্রন্থে নলিনে নেত্রান্তঃপাত করিয়াও অকিঞ্চনের শ্রম সাকল্য সাফল্য করিবেন।

অপিচ ভরসা যে এই পুস্তকে বর্ণবিন্যাসাদি ভাবার্থের কোন ব্যত্যয় থাকিলেও তাহাতে গুণাকর পাঠক মহাশয়েরা কদাচ ক্রোধাকর হইবেন না যেহেতু বিচক্ষণদিগের এই এক বৈচক্ষণ্য নামক গুণ যে তাঁহারা নীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীরগ্রাহি মরালের ন্যায় দোষ পরিত্যাগ দ্বারা গুণ গ্রহণেই অগ্র হয়েন।

নির্ঘণ্ট ।

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো

জয়তি ॥

জ্ঞানচন্দ্রিকা ॥

অমরবৃন্দকর্ত্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যানপ্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরমদেবতা তাঁহাকে আমি কোটিং প্রণাম করি ॥

শ্রুত যে এই হিতোপদেশ ইনি সর্ব্বত্র বাক্যের বিচিত্রতা ও নীতিবিদ্যা দেন অতএব বালকের অজর ও অমরের ন্যায় আপনাদিগকে জ্ঞান করিয়া বিদ্যা চিন্তা করিবেক যেহেতু সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বিদ্যাভ্যাস কর কারণ বিদ্যাতে রিপু পরাজিত হয় বিদ্যাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয় বিদ্যাতে যশোলাভ হয়। অর্থ সাধন ও ধর্ম্ম বিদ্যা

তেই হয় বিদ্যা পিতৃতুল্য হিতকারিণী বিদ্যা মাতৃবৎ প্রতিপালন করেন বিদ্যা প্রেয়সী প্রায় সুখ দেন বিদ্যা কল্পলতা তুল্য সর্ব্বাভিলাষ প্রদান করেন। সর্ব্বধন মধ্যে বিদ্যাধন অত্যুত্তম যে বিদ্যাধন অন্যকে প্রদান করিলে দিনে২ বৃদ্ধি পায় কোন প্রকারে সুজাত বিদ্যাধন নষ্ট হয় না রাজদণ্ডেতে হৃত হয় না তস্করকর্ত্তৃক অপহৃত হয় না অগ্নিতে দগ্ধ হয় না জ্ঞাতিরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না ভৃত্যেরা ভক্ষণ করিতে পারে না কোথাও অপ্রকাশিত থাকে না মনুষ্যের বিদ্যাই অধিকরূপ অথচ প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধন এবং বিদ্যাই সুভোগ্যা ও শুভকারিণী হয়েন তথা বিদ্যা গুরুর গুরু এবং বিদেশ গমনেতে বিদ্যাই পরম বন্ধু এবং বিদ্যা রাজকর্ত্তৃক পূজ্যা হয়েন অতএব বিদ্যার সমান ধন নাই যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন সেই পশুবৎ বিদ্যাভ্যাস ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকের জ্ঞান হয় না। এই হেতু হে বালকেরা বিদ্যাভ্যাসেতে সতত মানসের আবেশ রাখ এবং বিদ্যাভ্যাসপ্রতিবন্ধক যে সকল কর্ম্ম তাহাতে হেয়জ্ঞান কর। বিদ্যাভ্যাসের প্রতিবন্ধক এই সকল বহুকালহরণ উত্তম মিষ্টান্নভোজনাভিলাষ গন্ধপুষ্প বনিতাদির উপভোগ ইতস্ততো নিরর্থক ভ্রমণ নৃত্যগীত বাদ্যে অনুরাগ পাশকাদি ক্রীড়া বুদ্ধি ভ্রংশকারি মাদকদ্রব্য পানাদি। যদি নীচলোকেরও বিদ্যা হয় তবে সেই মনুষ্যকে দুষ্প্রাপ্য রাজাকে পাওয়ান যেমন নীচগামিনী নদী

মনুষ্যকে দুষ্প্রাপ্য সমুদ্রকে পাওয়ান রাজার সঙ্গে মেলন হেতুক বিদ্যা উৎকৃষ্ট ভাগ্যকে পাওয়ান বিদ্যা বিনয় দেন বিনয়েতে যোগ্যতা যোগ্যতাহইতে ধন ধনহইতে ধর্ম্ম ধর্ম্মহইতে সুখ পায়। অতএব হে বালকেরা স্ববুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া বুঝ এই বাক্য নিরন্তর স্মরণ করিও এবং ইহার তাৎপর্য্য অবধারণ করহ। যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক না হয় সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন বরং অনর্থ হয় যেমন কাণচক্ষুতে কিছু প্রয়োজন নাহি প্রত্যুত কাণচক্ষু কেবল পীড়াদায়ক হয়। এবং অজাত ও মৃতও মূর্খ ইহার মধ্যে আদ্যদ্বয় ভাল অন্তিম ভাল নয় যেহেতুক আদ্যদ্বয় একবার দুঃখদায়ক হয় অন্তিম পদে২ দুঃখদায়ক হয়। অপর গর্ভস্রাবও ভাল স্ত্রী অভিগমন না করাও ভাল জন্মিয়া মরাও ভাল কন্যা হওয়াও ভাল ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়া ভাল গর্ভহইতে ভূমিষ্ট না হওয়া ভাল রূপ ও ধন সমূহবিশিষ্ট মূর্খ পুত্র কিছু নয়। এবং যে পুত্র জন্মিলে বংশ উন্নতি পায় এমত পুত্র জন্মুক নতুবা জন্ম মরণ ধর্ম্ম শালি সংসারে কেবা মরিয়া না জন্মে। অপর গুণিসমূহের গণনারম্ভে সম্ভ্রমেতে খড়ী যাহার নামে না পড়ে সে পুত্রেতে মাতা যদি পুত্রবতী হয় তবে বল বন্ধ্যা কেমন হয়। এবং দান ও শৌর্য্য ও ধনার্জ্জনেতে মন যাহার সচেষ্টিত না হয় সে মাতার বিষ্ঠা মাত্র। এবং গুণবান্ একপুত্রও ভাল শতং মূর্খ পুত্রেতে প্রয়োজন নাহি যেমন

একচন্দ্র অন্ধকার নষ্ট করেন তারাসমূহ কিছু করিতে পারে না। অতএব হে বালকেরা প্রবিধান করিয়া বুঝহ মূর্খ হইলে অশেষ দোষ জন্মে তাহারএক উদাহরণ কহা যাইতেছে।

বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক হইলে অবশ্য
বিদ্যা হয় ইহার উদাহরণ।

নীতি ও কাব্যাদি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিতা এক কন্যার সহিত মূর্খের বিবাহ হইলে নিশাযোগে বরকন্যাতে একস্থানে বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে ঐ কন্যা এক উষ্ট্রের শব্দ শ্রবণ করিয়া স্বীয় পতিকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই শব্দ কে করিল তাহার উত্তর ঐ বর দিলেন যে উষ্ট ইহা শ্রবণ করিয়া কন্যা কহিলেন যে পুনর্ব্বার কহতো তাহাতে বর কহিলেন যে উট্র কন্যা ইহা শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাত পূর্ব্বক আপনার রূপ লাবণ্যাদি বৃথা জ্ঞান করিয়া ঐপতিকে বহুভৎর্সনা করিলেন তৎপরে ঐপতি ঘৃণা ও লজ্জাদ্বারা অত্যন্ত বিবেকী হইয়া আত্মাতে ধিক্কার করিয়া প্রাণপরিত্যাগে কৃত নিশ্চয় হইয়া ঐ রজনীতে বন প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বহুতর সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু সমাক্রান্ত নিবিড়ান্ধকারাচ্ছন্ন মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততো বনমধ্যে ভ্রমণ করত একপত্র কুটীর মধ্যে এক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তন্নিকটে গমন করিলেন তদনন্তর ঐ কুটীরস্থপণ্ডিত ঐ বিবেকীকে দর্শন

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে এই নিবিড়বনে একাকী কিনিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছ তাহাতে বিবেকী উত্তর করিলেন যে আমি মূর্খ আমার স্ত্রী পণ্ডিতা তাহার ভৎ-র্সনাতে অত্যন্ত অপমানগ্রস্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগে নি-শ্চয় করিয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি ইহা শুনিয়া ঐ পণ্ডিত কহিলেন যে ওহে তুমি প্রাণত্যাগ করিও না সর্ব্ব-দা বিদ্যাবিষয়ে পরিশ্রম করহ অবশ্য তোমার বিদ্যা হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ দেখ গর্ভমধ্যে যে বা-লক থাকে তাহার কি বিদ্যা হয় কিম্বা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বিদ্বান হয় কেবল বিদ্যাবিষয়ে যেব্যক্তি যে প্রকার চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তাহার তদনুসারে বিদ্যা হয় তদনন্তরে ঐ বিবেকী পণ্ডিতবাক্যে শুষ্কহ্রদস্থ প্রোষ্ঠীমৎস্য যেমত প্রথম জলদ্বারা আহ্লাদিত হয় তাহার ন্যায় আহ্লাদিত হইয়া ঐ পণ্ডিতের নিকটে সর্ব্বদা বিদ্যাবিষয়ে বহুতর কাল শাস্ত্র চিন্তা করত অত্যন্ত পণ্ডিত হইলেন। তদনন্তর স্বীয় গৃহে আগমন করিয়া দেখেন যে স্ত্রী অত্যন্ত মলিনা ও কৃশা স্বামির অপমানে ক্ষুব্ধা এইরূপ দর্শন করিয়া সং-স্কৃতবাক্যদ্বারা ঐ পতি কহিলেন যে প্রিয়ে মদীয়াজ্ঞান বিধ্বংসনে ত্বমেবহেতুঃ অতোভবতীং বিনা কোপি মম পরমবর্দ্ধর্নাস্তি ইত্যাদি নানা সংস্কৃত শ্রবণ করিয়া ঐ স্ত্রী অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক পরস্পর শাস্ত্রালোচনদ্বারা পরমসুখা হইলেন। অতএব মূকও যদি বিজ্ঞের সহিত

বাস করে ও বিদ্যাবিষয়ে পরিশ্রম করে তত্রাপি সে ব্যক্তি পণ্ডিত হয় এবং বিদ্যাহীন ব্যক্তি স্ত্রীসমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হন।

বিদ্বানের দোষ গ্রাহ্য নহে ইহার উদাহরণ।

কোন উত্তম বিদ্বান ব্যক্তি যদি দোষপ্রাপ্ত হয়েন তথাপি বিদ্যা গৌরবে মহাজনসমীপে মর্য্যাদাভাগী হয়েন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে মহামহোপাধ্যায় মহাকবি কালিদাস বেশ্যাসক্ত হইয়াও বিশিষ্টজন ও পণ্ডিত সমীপে সর্ব্বদা মান্য ছিলেন কারণ গুণসমূহমধ্যে এক দোষ গণনীয় হয় না যেমত চন্দ্রের বহুতর গুণ কলঙ্ক এক দোষ। অতএব বিদ্বানের দোষ গ্রহণ না করিয়া তন্মুখ নির্গত কথামৃত পান করা কর্ত্তব্য যেমত বিষ্ঠাভোজন করে যে গবী বিশিষ্টলোকেরা তাহার দুগ্ধ পান করেন। এবং মূর্খের কথা শ্রবণও করিবেন না যেমন কুশমূলভক্ষক বন্য শূকরীর স্তন্যরস পেয় নহে। অতএব ওহে বালকেরা বিবেচনা করহ মূর্খ হইলে তাহার অশেষ দোষ জন্মে। তাহার উদাহরণ এই। যেব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস না করে সে ব্যক্তি সর্ব্বজনকর্তৃক নিন্দনীয় হয় এবং সে জন যদি সপ্তদ্বীপাধিপতি হয় তথাপি সর্ব্বজনে তাহাকে মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করেন। এবং মূর্খের সম্পত্তি দর্শন করিয়া কোন পুরুষ বিদ্যাতে উদাসীন হয় কিন্তু নানা রত্নযুক্ত মূর্খব্যক্তি কদাচও যশস্বী হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত

এই যে তীরভুক্তি নামে এক রাজধানী তন্নিকটে একগ্রামে রবিধর নামক এক মূর্খ ও অত্যন্ত ধনী ব্রাহ্মণ বাস করেন কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণে সর্ব্বলোকে উপহাস করেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে মনুষ্যেরা কহেন তাম্বুল মুখের ভূষণ কিন্তু আমার বোধ হয় যে সংস্কৃতবাক্যই মুখের ভূষণ অতএব মূর্খের নিরন্তর অশুদ্ধ কথন কখন খণ্ডন হয় না এই নিমিত্ত সাধুজন সমীপে সর্ব্বদা উপহাস পায়। এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস ও যশঃ সঞ্চয় না করে সে ব্যক্তি জনক এবং জননীর ক্লেশজনকমাত্র সে ব্যক্তির জন্ম বৃথা কিন্তু আমি প্রাচীন এক্ষণে আমার বিদ্যাভ্যাস অধিক উপহাসার্থ অতএব আমার মলধরনামক পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাই ইহা বিবেচনা করিয়া স্বধন ব্যয়দ্বারা স্বীয় সুতকে পণ্ডিতসমীপে শাস্ত্রাভ্যাস নিমিত্ত সমর্পণ করিলেন! তৎপরে ঐ মলধর কিছুকাল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে তৎসহাধ্যায়িরা তাঁহাকে ব্যুৎপত্তিহীন কহিলেন মলধর তদ্দুঃখজন্য পিতাকে দোষারোপ করিয়া ঐ দুঃখ শান্ত্যর্থ অতিশয় যত্নপুরঃসরে শাস্ত্রাধ্যয়নে স্বমতি সমাবেশপূর্ব্বক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। অনন্তর ঐ রবিধর পুত্রের গুণদ্বারা আহ্লাদিত হইয়া স্বীয়পুত্রের সহিত রাজসন্নিধানে সমাগমন করিলেন। তদনন্তরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার কুশল কহ ঐ

ব্রাহ্মণ রাজার উত্তম কথাতে তুষ্ট হইয়া আপনার পা-ণ্ডিত্য প্রকাশার্থ সংস্কৃত কহিলেন যে জ্ঞানোনাস্তিমেব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কিঞ্চিৎ হাস্যমুখ হইলেন কারণ মম জ্ঞানং নাস্তি এই প্রকার বাক্য হইতে পারে এবং সাধুলোকেরা অধোমুখ হইল খলেরাও পরিহাস যুক্ত হইল ও মলধর লজ্জিত হইলেন। এবং উপহাস-কেরদিগের প্রতি ঐ মলধর কহিলেন যে তোমারদিগের অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত উপহাস করহ সে কেবল তোমারদিগের জ্ঞান নাই কারণ আমার জনককর্তৃক উক্ত বাক্যার্থ তোমরা বুঝিতে পার নাই জ্ঞানোনাস্তিমেব এই বাক্যের অর্থ জ্ঞা শব্দের অর্থ জ্ঞান নো শব্দের অর্থ আমারদিগের না-স্তি শব্দের অর্থ নাই মা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী ইব শব্দের অর্থ সদৃশ ইহাতে সমুদায়ের অর্থ আমারদিগের জ্ঞান নাই লক্ষ্মীর ন্যায় অর্থাৎ যেমত লক্ষ্মী নাই তদ্রূপ জ্ঞানও নাই। অতএব আমার জনক আপনাদিগের নির্ধনতা প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপরে সভাস্থেরা ঐ অর্থ শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ মলধরকে সাধু২ কহিলেন। এবং রাজা অতিশয় তুষ্ট হইয়া মলধরকে অনেক ধন দিলেন এবং অনেকানেক ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু অর্থদ্বারা মল-ধরের পাণ্ডিত্য ও তজ্জনকের মূর্খতা প্রকাশ হইল। অতএব পুত্র যশস্বী হইলেও পিতা যশস্বী হয় না এই হেতু নিজগুণেরনিমিত্ত যত্নযুক্ত হয়।

বিদ্বানের প্রশংসা।

যেজন ধারণাবতী বুদ্ধি ও বুদ্ধি ও কান্তিযুক্ত এবং স-ন্দেহভঞ্জন যোগ্য হয় সে ব্যক্তি সর্ব্বজন সমীপে সুখ্যাত হয় ইহার উদাহরণ। মিথালা নাম নগরে কর্ণাটবংশ সংভূত প্রবল প্রতাপান্বিত হরসিংহ নামক এক ভূপতি তাঁহার সভাপতি মন্ত্রী সাংখ্য ও নীতি প্রভৃতি শাস্ত্র পার দর্শী দ্বিতীয় গণপতির ন্যায় গণেশ্বর নামক এক পণ্ডিত ছিলেন/ দেবগিরির অধিপতি রামদেব নামক এক ভূপতি সতত সুস্থমতি বিজ্ঞ ও বিজ্ঞপরিবৃত তিনি ঐ গণেশ্বর মন্ত্রীর নানাপ্রকার গুণ ও বুদ্ধির নানাবিধ কৌশল শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন যে বহুকালাবধি বহু২ রত্নাদি পরীক্ষা করিয়াছি কিন্তু বৃহস্পতি তুল্য গণেশ্বর নামক পণ্ডিতরত্ন অতি আশ্চর্য্য ইহার পরীক্ষা করা হয় নাই অতএব এই রত্ন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মহদ্গুণযুত মহান্ মহীধর হরসিংহসহ মিত্রতা করা কর্ত্তব্য এবং মহাত্মা ব্যক্তির কথা ও ক্রিয়াদি স্থিরতা এবং এই প্রকা-র সদৃশ ব্যক্তির পরস্পর কল্পলতার ন্যায় রীতি ও ব্যব হার এবং কোষ ও সৈন্য ও ভৃত্যাদি ক্ষয় হইলে সদ্বংশ জাত সকল ব্যক্তি পরস্পর মিত্রতাপ্রযুক্ত স্বীয় কোষ ও সৈন্যাদি দ্বারা উপকার করেন ইত্যাদি বহুবিধ বিবেচনা দ্বারা পরস্পর মিত্রতা হইয়া বহুবিধ উপঢৌকনদ্বারা সৌ-হৃদ্য করিয়া রাজা রামদেব হরসিংহ ভূপতি সন্নিধানে

স্বীয় সন্দেহ ভঞ্জনার্থে লিপিদ্বারা এক বুদ্ধিমান ও এক মূর্খ এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকটে ত্বরায় প্রেরণ করিবেন এইরূপ প্রার্থনাতে হরসিংহ নরপতি সেই লিখন সন্দর্শন করিয়া চিন্তাতে চঞ্চলচিত্ত হইলেন কারণ মিত্রের প্রার্থিত বিষয় অবশ্য দেয় অতএব কোন বুদ্ধিমান্কে প্রেরণ করি মূর্খই বা কে এইরূপ চিন্তাদ্বারা ব্যাকুলচিত্ত রাজাকে দর্শন করিয়া গণেশ্বরমন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে রাজন্ তোমার কি চিন্তা ইহাতে রাজা উত্তর করিলেন যে মিত্র প্রার্থিত পণ্ডিত ও মূর্খ এই দুই প্রদানে অসমর্থতা হেতুক অতিশয় লজ্জিত হইয়া চিন্তা করিতেছি মন্ত্রী কহিলেন যে হে মহারাজ তোমার মিত্রের প্রার্থিত বিষয় পেরণ করিবে না ইহাতে মিত্রের প্রার্থিত অপ্রদান জন্য যে দোষ তাহা হইবে না কারণ দেবগিরিতে কি পণ্ডিত ও মূর্খ নাই বহুং পণ্ডিত ও মূর্খ আছে তথাপি যে মহাশয় সমীপে মহারাজ রামদেব প্রার্থনা করিয়াছেন সে কেবল তিনি পণ্ডিত অতি নম্র গুণগ্রাহক অতএব ছল দ্বারা তোমার মন্ত্রী যে আমি আমার বুদ্ধির তাৎপর্য্য জানিবেন নতু বা পণ্ডিত ও মূর্খের কি অভাব এবং ইহাতে তাহার কি অভিলষিত সিদ্ধি হইবে অতএব মহারাজ এই উত্তর প্রদান করুণ যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আমার নাই এবং আপনার রাজ্যেও নাই কারণ তত্ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান তাহার নাম বুদ্ধি এই বুদ্ধি যে ব্যক্তির

আছে তাহার নাম বুদ্ধিমান্ অতএব যে বুদ্ধিমান্ হইবে সে ব্যক্তি এই সতত বিকারময় ইন্দ্রজাল সদৃশ ও মহামোহদায়ক সংসারে কি নিমিত্ত স্থিতি করিবেন অতএব আমি বোধ করি যে বারাণসী ও অন্য অন্য স্থানে ও গিরিগহ্বরে ও মহারণ্যে মহারাজ অন্বেষণ করিলে পাইবেন এবং অপর যে মূর্খ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার উত্তর মূর্খ সর্ব্বত্র সুলভ তাহার প্রেরণে কি ফল মূর্খের চিহ্ন এই যে যেব্যক্তি সর্ব্বজন কর্তৃক নিন্দনীয় এবং এমত মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান ও যশ উপার্জন না করে সেই ব্যক্তি মূর্খ।। রাজাহরসিংহ এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ঐরূপ লিপি প্রেরণ করিতে অনুমতি করিলে মন্ত্রী গণেশ্বর সেই প্রকার লিপি প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মহারাজ রামদেব ঐ লিপি সন্দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ হরসিংহ ও মন্ত্রী গণেশ্বরের সভামধ্যে বহু২ প্রশংসা করিলেন এবং আরো কহিলেন যে মহারাজ হরসিংহের রাজনীতিরূপ যে পারাবার ইহাতে কর্ণধার স্বরূপ গণেশ্বর অতএব রাজাও সাধু২ মন্ত্রী ও সাধু এবং গণেশ্বর মন্ত্রীর প্রশংসার নিমিত্ত মহারাজ রামদেব এক শ্লোকপাঠ করিলেন সে শ্লোকের অর্থ এই যে যদি কেহ সমূদ্রের জল সেচনে প্রবৃত্ত হয়েন কদাচ সকল জল সেচন করিতে পারেন না সেইরূপ এই গণেশ্বর মন্ত্রীর গুণসমূহ বর্ণনে

অসমর্থ হয়েন না এবং প্রকার যে ব্যক্তির লৌকিক ব্যব-
হারে ও সকল শাস্ত্রার্থে নিপুণতা সেই ব্যক্তি জয়যুক্ত
হইলেন।

বিদ্বানের প্রশংসা বিষয়ে প্রকারান্তর ॥

মহারাজাধিরাজবিক্রমাদিত্যেররাজ্যান্তর্গত এক নিবিড়
অরণ্যে এক মাংসভক্ষক বন্য মনুষ্য স্ত্রীসহ বাস করেন
ইতোমধ্যে ঐ বন্যামনুষ্যীর গর্ভ হওয়াতে ঐ রমণী স্বীয়
পতিকে কহিলেন যে হে নাথ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের
অতি সুকোমল মাংস অতএব ঐ মাংস ভক্ষণে আমার
অত্যন্ত ইচ্ছা তুমি আমারে ঐ নরপতি মাংস ভক্ষণ করা-
ইতে পারে। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ বন্য ব্যক্তি বিবেচনা করি-
লেন যে ইনি আমার স্ত্রী এবং গর্ভবতী ইহাকে যদি
ঐ ভূপতি মাংস না প্রদান করি তবে স্ত্রীসমীপে তুচ্ছতা-
ভাগী এবং স্বজাতির সন্নিধানে নিন্দনীয় হইবে। কিন্তু
মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রতাপে আদিত্য তুল্য নবরত্নযুক্ত
বিশেষতো মহাকবি কালিদাস সভাসদ অতএব সেই
নিজস্থলে প্রতারিত হইবে। তথাপি চেষ্টা কর্ত্তব্য ইহা
বিবেচনা দ্বারা ঐ মনুষ্য ভক্ষক যাত্রা করিয়া রাজ-
সভাতে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে মহাকবি
কালিদাস ঐ রূপ সভাতে দিগ্বিজয়ি এক ব্যক্তি কর্তৃক
পরাজিত হইলা স্বীয়দেশাদে মন্ত্রাস্তরকে প্রস্থান করি-
য়াছেন ইহা শ্রবণে অত্যন্ত আহলাদপূর্ব্বক মহারাজকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে মহারাজ মক্ষিকা পদাঘাতে ত্রিজগত্ কম্পান্বিত হয় কি না সপ্তাহমধ্যে ইহার উদাহরণ দর্শন করাইতে হইবেক সপ্তাহমধ্যে ইহার উত্তর না করিলে তোমার স্বীয় মাংস প্রদান করিতে হইবে এই বাক্য শ্রবণে মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া স্বীকার করিলে ঐ মনুষ্য ভক্ষক স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন তদনন্তরে মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় সভাসদ সহিতে সমূহ বিবেচনাদ্বারা নিরূপণে অসমর্থ হইয়া মহাকবি কালিদাসকে স্বস্থানে আনয়নের নিমিত্তে বহুতর প্রযত্ন করতঃ কালিদাসকে স্বীয় সভাতে আনিয়া পরমাহ্লাদপূর্ব্বক ঐ মনুষ্য ভক্ষকের বাক্য অবগত করাইলেন তাহাতে কালিদাস কহিলেন যে মক্ষিকার পদাঘাতে ত্রিজগত্ কম্পান্বিত ইহা কহিব তদ্বাক্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য মৃত শরীরে প্রাণ প্রাপ্তির ন্যায় বোধ করিয়া অত্যন্তাহ্লাদযুক্ত হইলেন অনন্তর কালিদাস বিবেচনা করিলেন যে মক্ষিকা পদাঘাতে ত্রিজগতের কম্পান অসম্ভব অতএব অসম্ভব বাক্য কদাচ বক্তব্য নহে তাহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যদি পাষাণ নদীতে ভেষে যায় ও বানরে সংগীত করে ইহা আপনি প্রত্যক্ষেদর্শন করিলেও অসম্ভব প্রযুক্ত কহিবেনা ইহা অবশ্য সে ব্যক্তি জানে যেহেতুক এরূপ বাক্য তৎকর্তৃক কথিত হইয়াছে এইরূপ নানা প্রকার তর্কদ্বারা মহাকবি কালিদাস বিবেচনা

দ্বারা নিশ্চয় করিলেন যে কোন শিল্প গুণযুক্তা গুণবতী রমণী চিত্র পটেত্রিজগৎ লিখিয়া দ্বারদেশে স্থাপন করিলে তাহার উপরি মক্ষিকার উপবেশন হেতুক ঐ পটের কম্পনদ্বারা ত্রিজগৎ কম্পন সিদ্ধহইল ইহা ঐ মনুষ্য ভক্ষকের প্রতি উক্তি করাতে ঐ খল লজ্জাদ্বারা অধোমুখ হইয়া বনে প্রস্থান করিলেন অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্যাদ্বারা সকল কার্য্যোদ্ধারে যোগ্য হয়েন বিদ্বান্ কোন বিষয়ে পরাভব পায়েন না।

যেরূপে শাস্ত্র বিষয়িকা বুদ্ধি হয়
তাহার উদাহরণ।

কোন কারণ বশত এক ব্যক্তি তাঁহার পরম সুন্দরী ভার্য্যা তিনি স্বীয়সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিতা ঐ রমণী হইতে অপমান গ্রস্ত হইয়া বিবেকে বারাণসী গমন করিয়া এক পরিব্রাজক নিকটে অধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবর্ত্ত হইলেন কিন্তু পরম প্রিয়তম প্রেয়সী পুত্র মিত্র ক্ষেত্র ভ্রাতৃবর্গ গো গবয় মহিষ্যাদি নানা বিষয় চিন্তাতে চঞ্চল চিত্ততাপ্রযুক্ত শাস্ত্র চিন্তনে অনাসক্ততা হেতুক সর্ব্বদা শাস্ত্রার্থানুসন্ধানে অসমর্থ এই প্রকারে বহু দিবসানন্তর তাঁহার অধ্যাপক অন্যচিত্ত সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি সর্ব্বদা অন্যচিত্ত শাস্ত্রার্থানুসন্ধানা ক্ষম ইহার কারণ কি ইহাতে ঐ শিষ্য বহুতর বিনয়পূর্ব্বক নম্র হইয়া উত্তর করিলেন যে হে মহাশয় আমি

স্বীয় বিষয়ে বিরত হইয়া বিবেক হেতুক অধ্যয়নার্থ এস্থানে আগমন করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি তথাপি আমার সেই স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে সর্ব্বদা চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে চিত্তকে সে বিষয় হইতে নিবারণ করিতে পারি না ইহা শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক ঐ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার কি সর্ব্বদা স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে মতি হয় ইহাতে শিষ্য উত্তর করিলেন যে আমার গৃহে এক বহু দুগ্ধবতী মহিষী আছে আমি প্রতিদিন তদুপরি স্বচ্ছন্দে আরোহণপূর্ব্বক বন মধ্যে গমনানন্তর উদর পূরণ করিয়া দুগ্ধপান করিতাম ঐ মহিষীকে সতত আমার চিত্তে হয় আর অন্য২ বিষয় মধ্যে২ চিত্তে উদয় হয়। ইহাতে গুরুর উত্তর যে তাহাতে হানি নাই যেহেতু তোমার স্ত্রী বিষয়ে মন সতত হয় না যদি স্ত্রীতে মন হইতো তবে তোমার বিদ্যা কদাচ হইতো না কারণ বিষযুক্ত সর্প সহিত বাসেতে যে প্রকার ভয় হয় সেই প্রকার জনতা সহিত স্থিতিতে ভয় হয় যার উত্তমান্ন ভক্ষণে বিষান্ন ভোজন তুল্য জ্ঞান হয় সেও রাক্ষসী ন্যায় স্ত্রীদের হইতে ভয় পায় এবং সাধু পুরুষেদের দেবতাতে যাদৃশী শ্রদ্ধা সেই প্রকার ভক্তি অধ্যাপকেতে যেমহাত্মারা করেন তাহারাই বিদ্যাপ্রাপ্ত হয়েন। যদি ও বিদ্যাপ্রাপ্তিতে কারণ সমূহ বহু২ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তথাপি স্ত্রীতে বিরতি শাস্ত্রানুশীলনে যেপ্রকার উপকারি-

ণী সেই প্রকার কারণ অন্য আর কিছুই আমার মনেতে উদয় হয় না। কেননা যে ব্যক্তির বুদ্ধিতুল্যা পতিত ভূমিতে স্ত্রী চিন্তনরূপ বহ্নিজ্বালা নিরন্তর জ্বলে সেই প্রকার ভূমিতে গুরু কর্তৃক বাপিত উপদেশরূপ বীজ অঙ্কুর হইতে পারে না বরং পতিত হইবামাত্রই দগ্ধ হয়। অতএব বহু২ শাস্ত্রে কামিনী জ্ঞান বিদ্যার প্রতি প্রতিবন্ধক কহিয়াছেন তাহা তোমার কদাচ যেমন না হয় ইহাতে তুমি সর্ব্বদা যত্নযুক্ত হইবে। কিন্তু আমি তোমাকে সম্প্রতি এক উপদেশ কহি তাহাই করহ। তোমার অন্তঃকরণে যদি সর্ব্বদা মহিষী উদয়পায় তবে তাহাকেই সর্ব্বদা ভাব। কেননা বিষয়েতে পতিত যেচিত্ত তাহাতে প্রতিক্ষণে এক পদার্থ ভাবিলে তাহার পরিপাক দ্বারা চিত্ত একত্বপাইয়া শাস্ত্র ও তত্বার্থ ধারণাতে যোগ্য হয় আর যদি এরূপ না করে তবে হয় না। যেমত গো শৃঙ্গে শর্ষপ একক্ষণ মাত্র স্থির হয় না সেইরূপ বিষয়চিত্ত শিষ্যের চিত্তে গুরুর উপদেশ একক্ষণ মাত্র স্থিরহয় না শিষ্য গুরুহইতে এইরূপ উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া তদবধি সর্ব্বদা গমন ও ভোজন ও শয়ন ও স্নানাদি কালীন ঐ মহিষীর প্রতি চিন্তা করিতে লাগিল যেমত প্রবাসস্থপতি যাহার এমত যে সতী যুবতী পত্নীর পতির প্রতি ভাবনা তাহার ন্যায়। এই প্রকার বহু দিবসাবধি চিন্তা করিলে এক দিবস কুটীর মধ্যস্থিত ঐ শিষ্যকে ঐ অধ্যাপক ভোজ-

নার্থ আহ্বান করিলে শিষ্য উত্তর করিলেন যে আমি এই কুটীর হইতে কিরূপে নির্গত হইব কারণ আমার দুই শৃঙ্গ কুটীরে বদ্ধ হইবে ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ অধ্যাপক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে হে শিষ্য তুমি আইস২। মনুষ্য কি কদাচ শৃঙ্গযুক্ত হয় তুমি শৃঙ্গী নও। অতএব শাস্ত্রে মনষ্যশৃঙ্গগগনপদ্ম বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি পদার্থকে মিথ্যা কহিয়াছেন। মিথ্যা পদার্থ তাহাকে কহা যায় যে যে২ পদ সে সকল অর্থ যুক্ত হয় না। যেমন গবাদি পদ গল কম্বলাদি যুক্তকে বুঝায় তাহা গবাদিতে আছে। কিন্তু মনুষ্য শৃঙ্গাদি পদ আপাতত বোধ হয় যে ইহার কিছু অর্থ আছে পরমার্থে মনুষ্যতে শৃঙ্গ নাই। এবং আকাশাদিতে পদ্মাদি নাই। অতএব দর্শন করহ ভাবনার শক্তি এই প্রকার যে মিথ্যা পদার্থকে সত্য বোধ করিয়া দেয়। অতএব শাস্ত্র কথিত যে সকল পদার্থ তাহা ভাবনা দ্বারা সিদ্ধ হয় ইহাতে কি আশ্চর্য্য অদ্যাবধি শাস্ত্র এইরূপ চিন্তা করহ যে শাস্ত্রার্থকে সাক্ষাৎকার করিবে। অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতিতাদৃশী। এইরূপে মহিষী চিন্তারন্যায়কর্ণ প্রভৃতি ধনুর্ব্বিদ্যাদি শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন। অতএব তোমাদিগের প্রতি কহিতেছি যে সকলে বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করহ অবশ্য বিদ্যা হইবে।

[illegible] সম্পন্নযুক্ত মহাত্মার ক্ষমতা [illegible]
[illegible] বেব্যক্তি শব্দ কর্তৃক কথিত বাক্য একমাত্র শ্রবণ মাত্র
মুখস্থ করিতে সমর্থ হয়েন এবং যে বৃত্তান্ত একবার শ্রবণ
করেন তাহা কদাচ বিস্মৃত হয়েন না, এইরূপ ধারণাবতী
শক্তি যুক্ত ব্যক্তিকে মেধাবী জানিবে। ইহার উদাহরণ
উত্তমকবি গৌড়দেশ নিবাসি শ্রীহর্ষনামক এক পণ্ডিত
[illegible] চরিত্র যুক্ত একগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি আপনা
[illegible] যে সুলিখিত ও উত্তম [illegible]
অলঙ্কৃত কাব্য কবিদিগের প্রশংসার্থ [illegible] গুণহীন
হইলে কেবল উপহাসার্থ হয় এবং যে [illegible]
স্বর্ণ পরীক্ষা এই প্রকার সভাতে পণ্ডিত [illegible]
কাব্যরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা কর্ত্তব্য তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে
তাহা সর্ব্বত্র পরিশুদ্ধ [illegible] কেবল শ্রমমাত্র ইহা
বিবেচনা করিয়া ঐ পণ্ডিত [illegible]
যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্ব পণ্ডিতের মধ্যে উত্তম সংসার [illegible]
[illegible] অত্যাশ্চর্য্য কাব্যের [illegible]
পণ্ডিত সমীপে [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible]
[illegible] করাইতে [illegible] না পারিয়া ঐ কাব্যের পণ্ডিত
[illegible] ঐ সময়ে পণ্ডিতের
[illegible] শ্রবণ [illegible] কিন্তু [illegible]
[illegible] তাহাকে [illegible]
[illegible] হইয়া ঐ পণ্ডিতকে [illegible]

ণ্ডিতবর মহাশয় সমীপে আমিদূর দেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয় ও বহুক্লেশ পাইয়া আগমন করিয়া বহুদিবসাবধি পথি গমনা গমন সময়ে কাব্য শ্রুবণ করাইতেছি কিন্তু মহাশয়আমার আকাঙ্ক্ষাপূরণদূরেস্থিতিকরুকএতদ্বিষয়ে নিন্দা কি প্রশংসা কিছুই কর না অতএব আমি বোধ করি যে মহাশয় এই বিষয়ে কর্ণার্পণ ও করেন নাই ইহা শ্রুবণ করিয়া কক্কোক পণ্ডিত কহিলেন যে শুন২ আমি তোমার কৃত কাব্যের একদেশ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রুবণ করিয়াছি ইহাতে যে তোমার কাব্যের উত্তমতা কি অপকৃষ্টতা কিরূপে বিবেচনা করি দেখ সমুদ্র মধ্যে বহু২ রত্ন আছে এবং নানা প্রকার জন্তু ও বাডবাগ্নি প্রভৃতি বহু বিধ দ্রব্য আছে সেসকল কি সমদ্রকুলদর্শনেতে দৃষ্ট হইবে অতএব তোমার কাব্য সকল শ্রুবণ করি পরে সদসদ্ বিবেচনা করিবো। এবং যদ্যপি তুমি ইহা বোধ করহ শ্রুবণ করি নাই তন্নিমিত্ত তুমি যতশ্লোক আমাকে শ্রুবণ করাইয়াছ তাহা শ্রুবণ করহ এই বাক্য শুনিয়া ঐ শ্রীহর্ষ কর্তৃক কথিত সকল শ্লোক কক্কোক পণ্ডিত পাঠকরিলে শ্রীহর্ষ অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানকরিয়া ঐ পণ্ডিতকে অত্যন্তমান্য করিলেন এবং পরমাহ্লাদেতে কক্কোক পণ্ডিতের চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণতি ও স্তুতি পুনঃ২ করিয়া কহিলেন যে হে মহাশয় আমি তোমার মেধা মহত্ত্বে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। তদনন্তর কক্কোক পণ্ডিত ঐকাব্য সমস্ত শ্রুবণ

করিয়া কাব্যের প্রশংসা ও দোষের পরিহার ও বিশেষ২ অর্থকথনে শ্রীহর্ষে হর্ষযুক্ত করিয়া গৃহগমনার্থ অনুমতি দিলেন । শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে গুণিব্যক্তি বিস্তর দোষ গ্রহণ করেন না কিন্তু গুণকেই গ্রহণ করেন তাহার দৃষ্টান্ত ভ্রমর যেমত কণ্টক যুক্ত যে পুষ্প তাহার মধু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া গন্ধ গ্রহণ করেন এবং হংসবিশেষ জল মধ্যে দুগ্ধ গ্রহণ করেন অতএব হে বালকেরা তোমারা সতত শাস্ত্রে চিন্তাকরহ যে তাহাতেই মেধাবৃদ্ধি হইবে।

মনোযোগ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি ।

মনুষ্যদিগের সকল কার্য্যে মনঃসংযোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিদ্যাবিষয়ে বালকদিগের সতত মানস সংযোগি হওন। যেহেতু নিরন্তর চঞ্চলচিত্ত নানা বিষয় গত হয়েন কিন্তু ঐ মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয় বোধ হয় না অতএব উচিত যে মনঃসংযোগ করা, আরো দেখ কারণ ব্যতিরেকে কদাচ কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যেমত কারণ সমূহ সমবায়ে ও একতর কারণা ভাবে বস্তু হয় না! সেই প্রকার জ্ঞানের প্রতি প্রধান কারণ যে মনঃসংযোগ তদ্ব্যতিরেকে কদাচ হইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে প্রথমতঃ চিত্তকে এক বিষয়ে রাখিবে তদ্দ্বারা তদনন্তর চিত্তের নৈর্ম্মল্য হয় পরে জ্ঞানোদয় । যেমত দর্পণ দ্বারা মুখ প্রতিবিম্ব দর্শন স্বভাব সিদ্ধ কিন্তু মলীন হইলে দৃষ্ট হয়

না পুনর্ব্বার দর্পণ মল নাশক দ্রব্যদ্বারা মার্জ্জন করিলে উত্তমরূপে দৃষ্ট হয়। আরো দেখ উত্তম দূর দৃষ্টিযুক্ত পুরুষ সংমুখে যদি বৃহৎ২ বস্তু থাকে কিন্তু তদ্বস্তুতে তদ্ব্যক্তির যদি বিলক্ষণ মনঃসংযোগ না থাকে তবে ঐব্যক্তির উত্তম দৃষ্টি হইলেও ঐ বৃহৎ২ বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না এবং অন্য২ লেহ্যাদি বিষয়ে এই প্রকার বোধাদি হয় না। ইহার এক উদাহরণ সুমধুর রব বংশি প্রভৃতি শব্দে মগ্ন যে মৃগ তাহার সংমুখ স্থিত ব্যাধকে দর্শন ও তদ্ধনুষ্টঙ্কারাদি শ্রবণ ইত্যাদি কিছু হয় না।

এবং মনঃসংযোগ দ্বারা সকল বিষয় প্রকাশ পাইলেও মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য যে উত্তম বিষয়ে মনঃসংযোগ করা কিন্তু বিদ্যা হইতে আর উত্তম বিষয় নাই বিদ্যার উত্তমতা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আর বহু২ গ্রন্থে বিস্তৃত আছে অতএব বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে সতত মনঃসংযোগ করহ কারণ তদ্দ্বারা যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ হইলে অদৃষ্ট পদার্থ সংদর্শন পাইবে অন্য২ দৃষ্ট পদার্থের কি কহিব। দেখ দৃষ্ট পদার্থ প্রায় মূঢেরাও দেখিতে পায়। আর পাঠ কালীন তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে অতি শীঘ্র অভ্যাস ও চিরকাল স্মরণ হয়। তদ্ব্যতিরেকে বহুতর প্রয়াস করিলে অভ্যাস যদিও হয় তথাপি স্মরণ থাকে না। ইহার উদাহরণ এক বিষয়ে মনঃসংযোগ জনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কেহ সম্বোধন করিলে প্রায় শ্রবণ বিষয়ীভূত হয় না

যদ্যপি শ্রবণগোচর হয় তবে বিশেষরূপে বোধ হয় না যে আমাকে সম্বোধন করিতেছেন।

বিদ্যাভ্যাস ও অন্য২ বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্ম করণের এমত স্থান যে স্থানে মনোহারক দ্রব্যাদি ও সুগন্ধি ও সুশোভন সৌকুমার্য্যাদি সুভোগ্য সামগ্রী ও উত্তমা স্ত্রী ও প্রবন্ধাদি না থাকে। শ্রবণ ঘ্রাণ চক্ষুঃ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু যে স্থানে থাকে সেই স্থানে বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। কারণ আশু মনোহরণ যোগ্য বস্তুতে মনঃপতন হইলে তদ্বিষয় হইতে পতন হয়॥

আর বিদ্যার্থি ব্যক্তির প্রতি এক উপদেশ কহি যে তাহার কর্ত্তব্য অতিশয় প্রবলতর কাম ক্রোধ লোহ মোহ মদমাশ্চর্য্য ভয় ক্ষোভ দুঃখাদির পরিত্যাগ। যদি পরিত্যাগ না কর তবে শীঘ্র প্রবৃত্তিজনক উক্ত কামাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণেরা বলক্রমে চিত্তকে হরণ করেন। তাহাতে চিত্তহৃত হইলে অনিবার্য্য বারণসম চিত্তকে কদাচ কেহ কোন বিষয়ে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারেনা। তাহাতে বিপরীতাচার সহকারে সকল স্বার্থ যুক্ত সুপদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অযথার্থপরে পরম পীড়া দায়ক পদার্থ আশু আহ্লাদজনক পদার্থে নিবেশ দ্বারা সতত সর্ব্বকালে সকলজন সমীপে অসুখ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত পূর্ব্বক কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য ধ্বংসন দ্বারা যথার্থ পদার্থ জানিলে সকলার্থ তন্নিকটে অর্থি হন।

যেমত বিষ সংযুত কুপিত ফণিমুখে বালক বালকতা প্রযুক্ত আহ্লাদার্থ অঙ্গুলি প্রদান করতঃ পরম ক্লেশ পায় কিন্তু সর্পের যথার্থ বোধ হইলে কদাচ অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া অতি কুশলপ্রদ জীবন রক্ষা করে। অতএব সর্ব্বদা সকল সদ্বিষয়ে মনঃ সংযোগ করহ তাহাতে কুশলী হইবে॥

বুদ্ধি বৃদ্ধির প্রতি পঞ্চপ্রকার উপায়।

বুদ্ধি বর্দ্ধক পঞ্চ প্রকার উপায় এই২ প্রথম স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার। দ্বিতীয় অধ্যয়ন। তৃতীয় উপদেশ। চতুর্থ আলোচনা। পঞ্চম চিন্তন। ইহার মধ্যে প্রথম উপায় যে সংস্কার তাহার নির্ণয়। সংস্কার অদৃষ্ট পদার্থ কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ অর্থাৎ অন্য২ উপদেশাদি কারণ ব্যতিরেকে দ্রব্য ও গুণ প্রভৃতি সকল পদার্থ সকল ব্যক্তির বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়। ইহার উদাহরণ বালকদিগের কিছুই বিশেষ বোধ থাকে না যে অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শীতলত্ব ইত্যাদি কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা তত্তৎ শক্তি প্রকাশ পায়। যেমত সূর্য্য উদয় মাত্রে ও বর্ত্তিকাতে আলোক যোগ মাত্রে স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা তমো বিনাশ পূর্ব্বক প্রকাশ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যয়ন। ইহার দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার রীতি ও যুক্তি ও ভাবাদি ও অপ্রাপ্যকে পাওয়া যায়। তাহা দেখ অধ্যয়নে নিপুণ হইলে পূর্ব্ব২ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের সং-

স্কার ও গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ ও কালত্রয় ও তদ্ভব পদার্থ ও নানাগুণ ও নানা রস ইত্যাদি বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় এবং অর্থ ও মান ও সুখ ও পরম সুখ ও দৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থ সাক্ষাৎকারকর পরম জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি সকলি লাভ হয়। এবং পুনঃ২ গ্রন্থ দর্শন ও চিন্তন ও দোষ গুণ বিবেচনা ইত্যাদি হয়। আর নির্জনস্থ হইলে কিংবা দুঃখ সময়ে পাঠ করিলে দুঃখাদি দূরীকরণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় উপদেশ। গুরু গৃহ মধ্যে কিংবা বহিঃস্থানে শিষ্যদিগের প্রতি যে গ্রন্থের তাৎপর্য্যাদি বলেন তাহার নাম উপদেশ এই উপদেশ পাঠ হইতে উত্তম আর ইহাতে অধিক লভ্য হয়। তাহা এই২ কল যন্ত্র প্রভৃতি বোধ কেবল পাঠ দ্বারা হয় না কিন্তু উপদেশ দ্বারা হয়। আর অতি কঠিন ভাবার্থ বোধ ও সন্দেহ ভঞ্জন হয়। এবং যাহা অতি উপকারক অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা শিষ্যদিগের প্রতি কহিলে তাহারা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারে। আর উচ্চারণ ভেদ ও স্বর ও ব্যঞ্জনাদি ভেদ উপদেশ দ্বারা বোধ গম্য হয় তাহা পাঠ দ্বারা হইতে পারে না।

চতুর্থ আলোচনা। পরস্পর শাস্ত্রাদি বিষয়ে যে কথোপকথন তাহার নাম আলোচনা। ইহার দ্বারা উত্তমরূপে বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে। পরস্পর কথোপকথনে তাহার যে মত ও ভাবার্থ জানা যায় এবং বিস্মৃত

হইলে জিজ্ঞাসাতে পুনঃস্মরণ হইতে পারে আর তাহার মনোগত জানিতে পারা যায় কিন্তু পাঠদ্বারা এই সকল হয় না। এবং গ্রন্থে কোন সন্দেহ কিংবা দুঃসাধ্যবোধ হইলে কথোপকথনদ্বারা উদ্ধার হয় কিন্তু পুস্তকদ্বারা হয় না কারণ পুস্তকের বাক্যপ্রয়োগ শক্তিতো নাই। আরো অন্য২ মনুষ্যের রীতি ও বর্ত্ম প্রভৃতি পরস্পর কথোপকথনজন্য সংস্কারদ্বারা বোধ হয় নতুবা হয় না। যেমত যোগাবলম্বি যোগীচিরকাল যোগ করিলেও তত্ত্বপায় না কিন্তু আলোচনাতে ত্বরায় পায়।

পঞ্চম চিন্তন। উক্তপ্রকার চতুষ্টয়ান্তর্গত সকল তাৎপর্য্যার্থ চিত্তে যে দৃঢতর স্থাপন তাহার নাম চিন্তন। এই চিন্তনদ্বারা উপদেশাদি হইতে প্রাপ্ত যে পদার্থ তাহার সতত স্থাপনহেতু সকল নিষ্কৃষ্টার্থ ও দোষ গুণ ইত্যাদি প্রকাশিত ও জ্ঞানের দার্ঢ্য ও বৃদ্ধি হয়! আর সকলপদার্থের সাক্ষাৎকারকারক হয়েন! আর যে পদার্থ চিন্তাকরা যায় সেই পদার্থের আয়ত্ততা হেতু বোধ হয় যে ইনি আমার কিন্তু তদ্ব্যতিরেকে কদাচ আয়ত্ত হয় না তাহাতে বোধ হয় যে আমার নহে।

উক্ত এই পঞ্চপ্রকার উপায়ে উচিত হয় যে নিরন্তর স্থিতি করেন। কেননা এই উপায় পঞ্চক ব্যতিরেকে কদাচ বুদ্ধিবৃদ্ধি হয় না এবং বুদ্ধি ব্যতিরেকে সকল কার্য্যেও সকলসাধু সমীপে সতত নিন্দনীয় হয়। আর

পরমাত্মাদি ও পরব্রহ্মে ব্যস্তস্থ ইত্যাদি নানাক্লেশে মগ্ন হইতে হয়। আর সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্বলোকে দৃঢ় কথিত আছে যে বুদ্ধিহীনজন দুঃখার্ণবমগ্ন ইত্যাদি। অতএব এই পথোপায়ে সতত রক্ষ করিলে পবিত্রকৃত অপা-ধীকৃত পঞ্চভূতময় শরীরে তদ্ধর্ম্মিক ক্লেশযোগ পূর্ব্বক সদা সুখী হয়।

পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাদি লাভ।

বিদ্যা বিষয়ে ও অন্য২ কর্ম্মবিষয়ে যে উদ্যোগ তাহাকেই লোকে পরিশ্রম কহে বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থাতে মনুষ্যমাত্রের সতত সকলবিষয়ে পরিশ্রম অবশ্য করিবেন যেহেতু পরিশ্রমেতে বিদ্যা ও ধন ও মানসিক ও সুখাদি হয় পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহার কিছুই হইতে পারে না। কে সুখাদি হয় সে কাপুরুষের কথা মাত্র। যদ্যপি চেষ্টা করিলে কার্য্যসিদ্ধ না হয় তাহাতে হানি নাই। ইহার দৃষ্টান্ত কুম্ভকার এক মৃত্তিকাপিণ্ডেতে ঘট ও হাড়ী আদি নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কালেতে তেমন এবং দেশ নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ আছে বটে কিন্তু ভোজনার্থী ব্যক্তির কি স্বয়ং অদৃষ্ট অন্নাদি প্রদান করেন উদ্যোগ ব্যতিরেকে সেই অন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন না। এবং আরো দেখ বনমধ্যে মৃগয়াদি না করিয়া নিদ্রাগত যে সিংহ তাহার মুখমধ্যে মৃগাদি কি আপনারা প্রবেশ করে। অতএব বাল্যাবস্থাতে বিদ্যা

বিষয়ে অভ্যস্তচেষ্টা করিবে যাবৎ বাল্যাবস্থাতে বিদ্যো-
পার্জ্জন না করে তবে বৃদ্ধাবস্থাতে কি অভ্যাস করিতে
পারে। তৎকালে ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হয় সুতরাং অ-
ভ্যাসেতে অত্যন্ত ক্লেশ হয় অভ্যাস করিলেও স্মরণ থা-
কে না। এবং যৌবনাবস্থাতে সর্ব্বদা সকলবিষয়ে চেষ্টা
করিবেন ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আর যদি উদ্যোগকে
চেষ্টাব্যতিরেকে কদাচ কার্য্যসিদ্ধ হয় না যেমন ক্ষেত্র
ভূমি ও বীজ বর্ষাদিকাল সহযোগে কি কর্ষণ ব্যতি-
রিক্ত ক্ষেত্র ফলপ্রদ হয়েন কদাচ হয়েন না ইহার উদা-
হরণ।

অবন্তিকা নগর নিবাসি রাজকুলোদ্ভব মহাবলপরা-
ক্রান্ত সৎস্বভাবাধিকারি বহুতর মন্ত্র ও অসীমধনসম্পন্ন
কমলাপতি নামক একব্যক্তি তাঁহার ধরণীধর নামক এক
পুত্র সতত সকলবিষয়ে চেষ্টারহিত পরিশ্রমকরণে
অসমর্থ কিছুকালপরে ঐ পিতা কমলাপতির মৃত্যু
হইলে ঐ ধরণীধর কেবল অবাচ্যসহ মিথ্যাকল্পিতকথা
তে কালযাপন করেন কিন্তু কোন বিষয়ে চিত্ত পরিশ্রম
করেন না তদনন্তর ঐ ধরণীধরের পিতৃমাতৃ ও জ্ঞাতি
ও অমাত্য ভৃত্যাদি সকলেই ধরণীধরের অতঃপুরী রীতি
দর্শনে ক্রোধিত বিরক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্যপরিত্যাগ
পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রস্থান করিলো কতকব্যক্তি দুষ্ট ও
ধূর্ত্ত মন্ত্রি পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অপহরিলেন

মধ্যে অসংখ্যধন ও রত্নাদিযুক্ত কোষ প্রায় শূন্য করিলেন এবং তৎকালে সতত চেষ্টাশীল পরিশ্রমশালি ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শি এক দরিদ্রব্যক্তি স্বীয়পরিশ্রমদ্বারা ঐ ধরণীধরের সৈন্যসহ সংপ্রীতি হেতুক ক্রমে২ ধরণীধরের রাজ্য প্রায় হস্তস্থ করাতে ও ধরণীধর স্বীয়সৈন্যের প্রতি অনুমতি প্রদানে অত্যন্তপরিশ্রম জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করিলেন পরে ঐ দরিদ্রের বশীভূত হইয়া অতিশয় ক্লেশে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতএব ওহে বালকেরা তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে পরিশ্রম করহ। দেখ যিনি এই ত্রিজগতের কর্ত্তা তাঁহারো চেষ্টাদ্বারা ত্রিজগৎ সৃজন হয়। আর তিনি চেষ্টাহীন হইলে ত্রিজগৎ লয় হয়। আরো দেখ রাবণ প্রভৃতি ইহাঁরা বন্যফলাশি ধনহীন মুনির সন্তান হইয়াও স্বীয়২ পরিশ্রমদ্বারা সকল রাজ্যাধিপ হইয়া কিপর্য্যন্ত সুখভোগ করিয়াছেন।

অলস যুক্তের বিবরণ।

সকল কার্য্য বিষয়ক যে উদ্যোগ তাহার কারণের নাম উৎসাহ ইহারহিত যেব্যক্তি তাহাকে অলসযুক্ত বলিয়াছেন। ইহার উদাহরণ মিথিলা নাম নগরীতে অতিদানশীল ও দয়ালু ও অনাথপালক বীরেশ্বর নামক এক রাজমন্ত্রী তিনি বিশেষরূপে অলসযুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রতিদিন অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করেন যেহেতু অলসযুক্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ক্ষুধাতে অত্যন্তপীড়িত ও সকল কার্য্যেতে

অক্ষম ও দুর্গতিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান। কিন্তু কেহ২ অলসযুক্তব্যক্তিকে পরম সুখী কহেন যেহেতু অলসযুক্ত জনের ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা নাই তাহার কেবল ক্ষুধাহেতু নিদ্রাজন্য যে সুখ তাহা হয় না। তদনন্তর লোভাকৃষ্টচিত্ত অনেক২ ব্যক্তি অলসযুক্ত জনের সুখশ্রবণ করিয়া কৃত্রিম অলসান্বিত হইয়া অলসযুক্ত জনসহ বাস করেন যেহেতু সজাতীয় সহ বাস সকলের সুখদায়ক ও সজাতীয়সুখসন্দর্শনে সেস্থানে গমনে সতত মতি হয় পরে ঐ বঞ্চকেরা কৃত্রিম অলস প্রকাশপূর্ব্বক সেস্থানে পরমসুখে কালযাপন করেন। তদনন্তর ঐ মন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা করিলে বোধ হইল যে আমাদিগের পরস্পার অবধানশূন্যতা প্রযুক্ত অনেক দ্রব্যব্যায় হইতেছে ইহা আমাদিগের গর্হিত কারণ আমাদিগের স্বামীর এই অভিলাষ যে যথার্থ অলসযুক্ত জনদিগের অত্যন্ত ক্লেশ অতএব তাহারদিগের দান করিবেন তদ্ভিন্ন কৃত্রিম অলসযুক্তজনকে অন্নাদি দান সম্মত নয় অতএব আমাদিগের উচিত যে এতদ্বিষয়ে পরীক্ষা কর্ত্তব্য এবং ঐ লোকেরা পরস্পার মন্ত্রণা করিল যে এই গৃহে অগ্নিপ্রদান করা কর্ত্তব্য তদনন্তর ঐ গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া তন্নিকটে অবস্থিতি করিত দর্শন করিল যে অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইল পরে কৃত্রিম অলস্য জনগণেরা অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত দেখিয়া ও উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সকলে পলায়ন

পলায়ন হইলে ঐ শয়নাগারে সমস্ত প্রবৃত্ত অজ্ঞানযুক্ত জনেরা পরস্পর স্বীয় স্বং বস্ত্রগাত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তন্মধ্যে একব্যক্তি কহিতেছেন যে ওহে অত্যধিক [illegible] কি নিমিত্ত হইতেছে। দ্বিতীয় জন উত্তর প্রদান করিলেন আমার এই বোধ হয় যে এই গৃহদাহ হইতেছে। পরে তৃতীয় ব্যক্তি কহিতেছেন যে এস্থানে এমত কোন জন ধার্ম্মিক নাই যে অগ্নির উত্তাপ নিবারণার্থ আর্দ্র বস্ত্র কিম্বা আর্দ্র শয্যাদি দ্বারা আমাদিগের শরীর আচ্ছাদিত করে। পরে চতুর্থব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল যে অঃ তোমরা কি বাচাল জগৎকর্ত্তা কি তোমাদিগের দৌলী হইতে কেন নাই আর মুখে কেন ও হয় না। তদনন্তর তৎপ্রতিপালনার্থ নিযুক্ত পুরুষেরা অতি যত্ন পূর্ব্বক ক্লেশ না হয় এতদ্রূপে অজ্ঞানযুক্ত জন চতুষ্টয়কে ঐ গৃহ হইতে নিঃসারণ করিয়া পরস্পর চিন্তা পূর্ব্বক এক শ্লোক পাঠ করিল। তাহার অর্থ যেমত রমণীগণের পতি গতি এবং বালকদিগের জননী তদ্রূপ অজ্ঞানযুক্ত জনদিগের দয়ালুই গতি তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য গতি নাই। পরে ঐ নিযুক্ত জনেরা পুনঃ পুনঃ [illegible] পড়িতে লাগিল। অতএব হে বালকেরা যদি তোমরা অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া [illegible] দুরাচারাপন্ন হওত [illegible] পুনঃ এই দুষ্কর্ম্ম অজ্ঞানের সংস্কার যা-য় হওয়াতে অক্ষম হইবা অত্যন্ত ক্লেশভাগী হইবে।

এবং অলসের এই ধর্ম্ম যে মনুষ্যদিগের অন্তরে জলের ন্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক চিত্তের উত্তমোত্তম সংস্কার সকলকে ক্রমে২ নষ্ট করেন। যেমত অতি মৃদুগতিজল নদীর কূলকে ক্রমে২ মৃত্তিকা খনন দ্বারা ভঞ্জন করেন। অপর কালবশত গতিরোধজন্য জলদুর্গন্ধাদি হেতু বহুতর বাস্প দ্বারা লোক সমূহের প্রাণ বিয়োগ হয় সেই প্রকার অলস যুক্ত জনেরা অলসদ্বারা সকল প্রবৃত্তি বিষয়ে নিবর্ত্ত হইয়া বাহেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল সুখ বিনষ্ট করেন। এবং অলসদ্বারা মনুষ্যের অতুল্য অমূল্য যে ধর্ম্ম তাহারও মূলোৎপাটন হয়। আর অশেষক্লেশ ও মনঃপীড়া ও মান হানি ও কুকর্ম্মে মতি ইত্যাদি দুর্গতি মনুষ্যের হয়। এবং মিথ্যা কথা কথনে অতিশয়রত হয়েন। ইহার প্রথম প্রমাণ অলসযুক্তজনকে যদি কোন জন সমীপে কোন কার্য্যার্থ নিয়োজন কর তবে সেইজন সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় কহে যে আমি তন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম যে তিনি গৃহে নাই। দ্বিতীয়। সকল কার্য্যে অযোগ্য অথচ সতত সুখাভিলাষী। তৃতীয়। সর্ব্বদা পরাধীন কারণ স্বীয় সন্নিধানে সামগ্রী থাকিলেও অন্যের২ সহকারিতা ব্যতিরিক্ত তত্তদ্দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েন না। অতএব এতাদৃশ দৌর্ভাগ্যাদি জনক অলসকে ত্বরায় বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করা মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দুঃসাধ্য কার্য্যের চেষ্টা

কোন কর্ম্ম যদি অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয় তবে সেই কর্ম্ম দুঃসাধ্যবোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেক না বরং তৎপর হইয়া বহুং যত্ন দ্বারা তৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবেক কারণ দুঃসাধ্য সাধনেই পুরুষার্থ সুসাধ্য সাধনে কাপুরুষ হইতেও হয়। ইহার বিবরণ [illegible] এক পক্ষী বংশ পরিপাটি [illegible] পুষ্পান [illegible] পক্ষী বহুকালাবধি তৎস্থানে থাকেন। ইতিমধ্যে একদিবস ঐ পক্ষি সকল স্বীয়২ শাবকগণকে স্বীয়২ বাসস্থানে রাখিয়া তাহারদিগের আহারার্থে বহুতর দূরদেশে উড্ডীন হইয়া ভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যাতে অত্যন্ত পীড়িত [illegible] কথাপি আহার গ্রহণ না করিয়া স্বীয় শাবকগণের উদরপূরণার্থে বহুতর ভক্ষ্যকণা স্বীয়২ চঞ্চু দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় বেগে উড়িয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। পরে উপস্থিতকালে দেখিলেক স্বীয়২ শাবক ও নীড় ও অণ্ডাদি সকল না পাইয়া বিস্ময় ও শোকাদি হেতু [illegible]

[illegible]

প্রাচীরস্থ রত্ননিবদ্ধ আলবালযুত পাদপ বহুবিধমণি খচিত হিরন্ময় সোপানাবলি প্রভৃতি বস্তু আছে। এবং প্রকারে উত্তরপ্রত্যুত্তরানন্তর বক কহিল সেস্থানে শম্বূক আছে। হংস কহিল না। ইহা শ্রবণে বকেরা হী হী শব্দাদিদ্বারা হংসকে পরিহাস করিল। অতএব অপকৃষ্ট সংসর্গ কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

এবং ভারতাদিতে বর্ণিত আছে একদিবস মানস সরোবরে মনুষ্যমানসহর মধুর কলরবপূর্ব্বক রাজহংস রাজিবিরাজিত রাজীব রাজিমধ্যে ক্রীড়মান দর্শন করিয়া কাকেরা কহিলেন যে ধিক২ উড্ডীন প্রোড্ডীন সংডডীনাদি উডন কিছুই জানে না এই প্রকার নানা উপহাস পূর্ব্বক কাকেরা উড্ডীনাদি কিরূপে উডিতে হয় তাহা দর্শন করাইলেন তাহার প্রকার এই যে উড্ডীন উৰ্দ্ধে উডা। প্রোড্ডীন কিঞ্চিৎ বক্র উডা সংডডীন মস্তক বক্র পূর্ব্বক উডা ইত্যাদি। দেখ অতি অপকৃষ্ট কাকসমীপে সুরাসুর মুনিমানব মানস লসিত মানস সরোবরস্থ রাজহংস উপহাসপ্রাপ্ত হইলেন।

আরো দেখ কঞ্চুকমধ্যে ক্রীডমান ভেকভক্ষক সর্প শিশু ভেককর্তৃক ভক্ষিত হয়েন। এবং মহত সর্ব্বলোক হিতকর চণ্ডকর প্রচণ্ডকিরণদ্বারা অতিকোমল কমল প্রফুল্ল হয় কিন্তু অতিশীতল সুকোমল তুহিনসহ সংযোগ মাত্রেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েন। আর দেব দানব কিন্নর

নাগ গন্ধর্ব্ব রমণীগণ সুললিতাঙ্গ সংযোগে হীরক পরম শোভাকর হয়েন এবং অন্য২ অস্ত্রদ্বারা দুশ্ছেদ্য তথাপি মেষ শৃঙ্গ সহ সংযোগ মাত্র চূর্ণ হয়েন।

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে যেমত জন স্বীয় যত্নপূর্ব্বক গুরুনিকটে অধ্যয়ন করে নাহি সে সভামধ্যে শোভা পায় না সে যেমন গন্ধরহিত পুষ্প এই হেতু মূর্খতা যদ্দ্বারা দূর হয় এমত করহ। প্রাচীন জ্ঞানিরা বিদ্যা উপার্জনের উপায় কহিয়াছেন। সেই প্রকার পণ্ডিতের সংসর্গ এবং সুরীতি অভ্যাস করিতে কহিয়াছেন যে তদ্দ্বারা যেমত কাঞ্চন সংসর্গেতে কাচ মরকতমণির দ্যুতিকে ধারণ করে তৎপ্রায় পণ্ডিতসহিত সহবাসকরণেতে মূর্খও প্রবীণত্বকে পায়। আরো কহিয়াছেন যে হীন লোকেরদের সংসর্গে মতি হীনা হয় এবং আপনাসমান লোকেরদিগের সহিত বাসেতে মতি সমতাকে পায় এবং উত্তম ব্যক্তির সহিত বাসেতে মতি উত্তমতাকে পায়।

মিত্রলাভ প্রস্তাব।

মনুষ্যদিগের সন্তের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্ত্তব্য যেহেতু মিত্রহইতে পরমানন্দে মুক্তহয় ও ধন ও সুখ ইত্যাদি লাভ হয়! আর মিত্রব্যক্তি আপনার ধন ও মান ও প্রাণ প্রদান করিয়াও মিত্রের উপকার করেন। ইহার উদাহরণ। কাক ও কূর্ম্ম ও মূষিক ও মৃগাদি ইহারা উপায়রহিত অথচ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধিদ্বারা মিত্র সহ-

কারে শীঘ্র কার্য্য সাধন করেন। ইহাতে রাজপুত্রেরা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল যে কাকপ্রভৃতি শীঘ্র কার্য্যসাধন করেন সে কি প্রকার। গুরু কহিলেন যে নানাদেশ হইতে নানাবিধ পক্ষিসমূহ আগমনপূর্ব্বক নিশাযোগে গোদাবরী নদীতীরে এক বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষোপরি উপবেশনহেতু কালযাপন করেন। ইতিমধ্যে একদিবস নিশাবসান সময়ে কুমুদিনীনাথ চন্দ্র অস্তপ্রাপ্ত হইলে লঘুপতননামক কাক নিদ্রাভঙ্গানন্তর দর্শন করিল যে শমনসম সম্ভ্রমণশীল এক ব্যাধ স্থিতি করিতেছে। ইহা দেখিয়া লঘপতন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কহিলেন যে অদ্য প্রাতঃসময়ে অমঙ্গল দর্শন হইল না জানি কি বিপদ্ হয়। তদনন্তর ঐ ব্যাধের পশ্চাৎ২ ব্যাকুলচিত্তে লঘুপতন চলিল কারণ শোকস্থান সহস্র২ ও ভয়স্থান শত২ আছে তাহাতে মূঢ়ব্যক্তিরা অভিভূত হয় কিন্তু পণ্ডিতেরা হয় না। এবং মনুষ্যাদির ইহা কর্ত্তব্য যে প্রত্যহ গাত্রোত্থান করিয়া বুঝিবে যেহেতু মরণ ও ব্যাধি ও শোক ইহার অদ্য কি না জানি ঘটিবে। তদনন্তর ঐ ব্যাধ বন মধ্যে বহুতর তণ্ডুলকণা প্রক্ষেপপূর্ব্বক রজ্জু নির্ম্মিত জাল বিস্তীর্ণ করিয়া স্বয়ং বৃক্ষলতাদি ছন্ন প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। এমত সময়ে আকাশ পথে বিহার করতঃ সপরিবার চিত্রগ্রীবনামক কপোতরাজ অরণ্যমধ্যে সকল তণ্ডুলকণা অবলোকন করিয়া তণ্ডুলকণালোভি

কপোতদিগের প্রতি কহিল যে এই জনহীন মহারণ্য মধ্যে তণ্ডুলকণা কিপ্রকারে বিক্ষিপ্ত হইল এইস্থানে ইহা অসম্ভব তাহা নিরূপণ করহ ইহা ভাল নহে কারণ লোভে অবশ্য বিপদ হয় ইহা নানাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে লোভহইতে ক্রোধ ক্রোধহইতে কাম কামহইতে মোহ মোহহইতে নাশ হয়। অতএব সম্যক্ অবিবেচিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। এবং শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে বিলক্ষণ জীর্ণ অন্ন ও উত্তম পণ্ডিত পুত্র ও অতিশয় বশীভূতা স্ত্রী ও সুসেবিত রাজা ও বহুকালে বিচারিত যাহা এই বহু কালেও বিকার প্রাপ্ত হয় না। এই কথা শ্রবণ করিয়া এক কপোত গর্ব্ব পূর্ব্বক কহিল আঃ একি বাচালতা করিতেছ আপদ্কালে ও অন্য২ সময়ে বৃদ্ধের বাক্য গ্রাহ্য হয় কিন্তু ভোজন বিষয়ে অগ্রাহ্য যেহেতু পৃথিবী মণ্ডলে সকল অন্ন ও জলাদি আশঙ্কাব্যাপ্ত আছে অতএব কোথা প্রবৃত্তি কর্ত্তব্য আর জীবন বা কি প্রকারে ধারণ হয়। এইরূপ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে ঈর্ষা ও ঘৃণা ও অসন্তোষ ও ক্রোধে ও সদা শঙ্কা সংযুক্ত ও পরভাগ্যোপজীবী এই ছয় জন দুঃখভাগী হয়। ইহা শুনিয়া সকল কপোত সেই স্থানে উপবিষ্ট হইল। এই প্রকার হয়। যেহেতু যে পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা ও সর্ব্ব সংশয় চ্ছেত্তা তথাপি তিনি লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হয়েন। পরে সকল কপোত সেই জালে পতিত হইয়া যাহার বাক্যে গমন

করিয়াছিল সেই কপোতকে সকল কপোতে তিরস্কার করিতেং লাগিল। অতএব সকলের অগ্রে গমন করিবে না। যেহেতু কার্য্য সিদ্ধ হইলে সকলের সমান ফল আর বিঘ্ন হইলে অগ্রগামির দোষ। এবং শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে ইন্দ্রিয় সকল দমন না করা সেই বিপত্তির কারণ আর দমন করা সম্পত্তির কারণ ঐ পরামর্শিকে কহিলে যে এইক্ষণে যে পথে ইচ্ছা হয় সেই পথে গমন করহ। এই প্রকার তিরস্কার শ্রবণ করিয়া কপোতরাজ চিত্রগ্রীব কহিলেন যে ইহার দোষ নাই যেহেতু হিতও পতনশীল আপদের কারণ হয় যেমত মাতৃ জঙ্ঘা বৎসের বন্ধনের জন্য হয় তাহার ন্যায়। আর বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিকে আপদ্হইতে উদ্ধার করণে সমর্থ যে ব্যক্তি সেইবন্ধু কিন্তু ভীত ব্যক্তির পরিত্রাণার্থ অর্থাদি গ্রহণ করে যেজন সেই জন বন্ধু নহে। আর বিপদ্কালে বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম এসময়ে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক উপায় চিন্তা করহ। যেহেতু আপদ্ কালে ধৈর্য্য। আর বৃদ্ধি-সময়ে ক্ষমা। সভাতে বাক্পটুতা। যুদ্ধে পরাক্রম। যশোবিষয়ে অভিরুচি। শাস্ত্র শ্রবণে আসক্তি এই সকল সতের স্বভাব সিদ্ধ। এবং যে ব্যক্তির সম্পৎ কালে আহ্লাদ হয় না ও বিপদ্ সময়ে বিষাদ হয় না ও যুদ্ধে পাণ্ডিত্য হয়। এমত যে ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ পুত্রকে যে জননী জন্মান সে দুর্লভ। আর ঐশ্বর্য্যেচ্ছু পুরুষ নিদ্রা

ও তন্দ্রা ও ভয় ও ক্রোধ ও আলস্য ও অল্পকাল সাধ্য ক্রিয়া বহুকালে করা এই ছয দোষ ত্যাগ করিবেক ! সম্প্রতি এক উপায় বলি সকলে মিলিত হইয়া জাল গ্রহণপূর্ব্বক উড়া কর্ত্তব্য। আর দেখ অতিতুচ্ছ বস্তু সমূহ মিলন হইলে কার্য্য সাধন হয় য়েমত হস্তিবন্ধনের অনুপযোগি তৃণসমূহ তদ্দ্বারা নির্ম্মিত রজ্জুতে মত্তহস্তী বদ্ধ হয় ইহার সাক্ষী দেখ তণ্ডুল তুষেতে বিহীন হইলে অঙ্কুর হয় না। এই প্রকার চিন্তনপূর্ব্বক পক্ষি সকল জালগ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধ্বভাগে উড্ডীয়মান হইলে অতি দূরহইতে সেই ব্যাধ জালাপহারক পক্ষিগণ দর্শন করিয়া বিবেচনা করিল যে যৎকালীন ভূমে পতিত হইবে সে সময়ে আমার বশীভূত করিব। তদনন্তর তৎ পশ্চাৎ২ গমন করতঃ পক্ষিরা দৃষ্টি পথাতীত হইলে ব্যাধ নিবৃত্তিপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে গমন করিলে কপোতগণ কহিল যে এইক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্রগ্রীব উত্তর করিল যে পিতা ও মাতা ও মিত্র এই তিনব্যক্তি স্বভাবত উপকারী হয়েন। আর অন্য২ জন অর্থাদি কোন কারণ প্রযুক্ত উপকার করেন। অতএব গণ্ডকী নদীতীরে চিত্রবনে আমারদিগের মিত্র হিরণ্যকনামক মূষিকরাজ বাস করেন তন্নিকটে গমন করিলে এই পাশবন্ধনহইতে মুক্ত হইব। এবং ঐ মূষিকরাজ এই প্রকার সাবধান যে উপদ্রব শঙ্কাহেতু ভূমির অন্তর্গত শতদ্বারযুক্ত

গৃহে সর্ব্বদা বাস করেন। তদনন্তর পতনশীল পক্ষি গণের পক্ষের শত২ শব্দে মূষিকরাজ ভীত হইয়া মৃতের ন্যায় নিঃশব্দে স্থিতি করেন। এমত সময়ে চিত্রগ্রীব কহিলেন যে মিত্র তুমি আমারদিগের অনাদর কিনিমিত্ত করহ আপৎকালে কি মিত্রও সম্ভাষণ করিবেন না। মিত্রবাক্য শ্রবণে হিরণ্যক হর্ষযুক্ত হইয়া বহির্নিঃসরণ পূর্ব্বক কহিল যে অদ্য আমার কি শুভদিন ও সুপ্রভাত যেহেতু মিত্রসহ সন্দর্শন ও সম্ভাষণ ও বাস ও পরস্পরহাস ও কথোপকথন যে ব্যক্তির হয় সেইজন পরম সুখী ও ধন্য ও যশস্বী এপ্রকার আর অন্য নাই। অনন্তর হিরণ্যক চিত্রগ্রীবকে জালবদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কহিল যে মিত্র এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত তুমি কিনিমিত্ত হইলা। কারণ তুমি বুদ্ধিমান ও শান্ত ও লোভাদিশূন্য তথাপি যে আপৎ কিহেতু। তাহাতে চিত্রগ্রীব কহিল যে সখে সংসর্গে সকলি হয়। এইক্ষণে আমারদিগের মুক্ত করহ কিন্তু অগ্রে অন্য২ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া পশ্চাৎ আমাকে মুক্ত করহ। ইহা শ্রবণে মূষিকরাজ কহিল যে আমি বলহীন আমার দন্ত কোমল অতএব কিপ্রকারে সকল জালচ্ছেদন করিব। প্রথমতঃ তোমাকে মুক্ত করি পশ্চাৎ ক্রমে২ যাবৎচ্ছেদন সমর্থ হইব তাবচ্ছেদন করিব। পরে চিত্র গ্রীব কহিল যে মিত্র ইহা যথার্থ বটে তথাপি অগ্রে ইহাঁর দিগের জাল চ্ছেদন করহ। ইহাতে হিরণ্যক কহিলেন

যে প্রথমতঃ আশ্রিত জনের আপৎ নাশ করা এ নীতিজ্ঞ জনের রীতি নহে। কারণ বিপদের নিমিত্ত অর্থাৎ বিপৎনিবারণার্থ ধন রক্ষা কর্ত্তব্য। আর ধনদ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে। আর ধন ও স্ত্রীদ্বারা আপনার প্রাণ রক্ষা উচিত। কেননা যেহেতু আপনার প্রাণের পর আর প্রিয় নাই। এবং আপনি রক্ষা পাইলে ধন ও স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য হয় ও অন্য শুভ দেখিতে পায়। আপনি রক্ষা না পাইলে কেহ কাহার নহে। প্রাণকে বিনাশ যে জন করে সে সকলি নষ্ট করে। আর প্রাণ রক্ষা করে যে ব্যক্তি সে সকল রক্ষা করে। তদনন্তর চিত্রগ্রীব বলিলেন যে মিত্র ইহা নীতি বটে কিন্তু আমি আশ্রিত জনের ক্লেশ দর্শন করিতে পারিব না। এবং সাধুজনেরা পরের প্রাণ রক্ষার্থ ধন ও প্রাণ পরিত্যাগ করে যেহেতু জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্য মৃত্যু হয়। আর এক এই কারণ যে ইহারা আমার স্বজাতীয় ও তুল্যবল তথাপি আমার প্রভুত্ব যদ্যপি ইহারদিগের রক্ষা করিতে না পারি তবে আমার প্রভুত্বের কি ফল আর আমা হইতে ইহাদিগের কোন সময়ে কি সাহায্য হইবে। পরে হিরণ্যক কহিল মিত্র এই জাল বন্ধনপ্রযুক্ত দোষ শঙ্কাতে আপনাতে অবজ্ঞা কর্ত্তব্য নহে যেহেতু শত যোজন অধিক হইতে আহার সন্দর্শন করে যে পক্ষিরা তাহারা মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে স্বীয় পাশবন্ধাদি দর্শন করিতে পায় না

আর হস্তি ও সর্পের বন্ধন ও বুদ্ধিমানের দারিদ্র্য ইত্যাদি দেখিয়া বিবেচনা করি যে সময়ই অতিশয় বলবান যেহেতু আকাশ বিহারিপক্ষিগণের আপৎপ্রাপ্তি আর অতলস্পর্শ জল যে সমুদ্র তাহার মৎস্য লোককর্ত্তৃক ধৃত হয় অতএব সুচরিত্র উত্তমস্থানলাভে যে কি গুণ তাহা কি কহিব। আরো দেখ ব্যসনরূপ হস্তপ্রসারক যে মৃত্যু তিনি সর্ব্বদা সমীপে স্থিতি করিতেছেন। এই প্রকার বোধ জন্মাইয়া আতিথ্যপূর্ব্বক সপরিবার চিত্রগ্রীবকে বিদায় করিলেন। অনন্তর হিরণ্যক স্বীয় বিবরে স্বচ্ছন্দে সংস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে শত২মিত্র করা। দেখ উন্দুরুমিত্রদ্বারা পক্ষিরা বন্ধনহইতে মুক্ত হইল।

কিন্তু দুষ্টের সহিত মিত্রতা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ইহার উদাহরণ লঘুপতন নামক কাক এই প্রকার সন্দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদপূর্ব্বক হিরণ্যককে কহিলেন যে তুমি শ্লাঘ্য ও ধন্য। অতএব তোমার সহিত আমি মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা করি আপনি মহাত্মা অনুগ্রহ করিয়া বাঞ্ছিত পূর্ণ করহ। ইহা হিরণ্যক শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক ঔদাস্য করত কহিল যে অতি আশ্চর্য্য কথা কহিতেছ যেহেতু পণ্ডিতকর্ত্তৃক সতত এই প্রকার ব্যবহৃত ও কথিত আছে যে সমশীল অর্থাৎ সমানধর্ম্মির সহিত সংপ্রীতি করিবে অতএব তোমার সহিত কি প্রকারে মিলন

হইবে । কারণ তুমি ভোক্তা আমি ভোজ্য । বরং ভোজন বিষয়ে তোমার প্রীতি হইতে পারে কিরূপে মিত্রত হইবে আরো দেখ ভক্ষ্য ও ভক্ষকের যে প্রীতি সে বিপত্তির নিমিত্ত হয় কেননা শৃগালহইতে জালে বদ্ধ যে মৃগ সে কাককর্ত্তৃক রক্ষিত হইল । লঘুপতন নামক কাক হিরণ্যককে জিজ্ঞাসা করিল সে কি প্রকার । হিরণ্যক কহিতেছেন ।

মগধ দেশে চম্পকাবতীনামক বন তন্মধ্যে হরিণ ও কাক এই উভয়ে অত্যন্ত প্রীতিপূর্ব্বক বহুকাল বাস করে । ইতিমধ্যে ঐ হরিণ ইতস্ততো ভ্রমণ করত এক শৃগালসহ সাক্ষাৎ হইলে শৃগাল দেখিল যে মৃগ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও নবীন ইহাতে চিন্তা করিল কিপ্রকারে এই সুকোমল মাংস ভোজন করিব ইহার অন্য কোন উপায় দেখি না অগ্রে বিশ্বস্ত হই পরে পরামর্শ করিব । অনন্তর মৃগসমীপে গমন পূর্ব্বক পরমাদরে কহিল যে মিত্র তোমার মঙ্গল । মৃগ জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে । শৃগাল বলিল আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামক বান্ধবহীন এইহেতু মৃতপ্রায় বনমধ্যে ভ্রমণ করি কিন্তু অদ্য সুপ্রভাত ও শুভদিন যে মহাত্মা মহাশয় মিত্র হইলেন আর আমি অদ্যাবধি আপনার অনুচর হইলাম । মৃগ বলিল উত্তম তাহাই হউক । অনন্তর মৃগ শৃগালসহ স্বীয়বাসস্থানে সমাগমনপূর্ব্বক চম্পকবৃক্ষস্থ চিরকালীন মিত্র পরমহিতার্থি সুবুদ্ধিনামক কাকসহ